প্রথম আলো

তারিখ ... 13 JUN 2017
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...২...

ইউজিসির সতর্কতা

শিক্ষার মান রক্ষায় চাই আইনের কঠোর প্রয়োগ

বেসরকারি ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) গত রোববার যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তাতে শিক্ষার্থীরা কিছুটা উপকৃত হবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এ ধরনের সতর্ক বিজ্ঞপ্তি উচ্চশিক্ষার নৈরাজ্য কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে হয় না।

উচ্চশিক্ষার এই তদারককারী প্রতিষ্ঠানটি প্রায় প্রতিবছরই ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের সতর্ক করে থাকে। এটি হয়তো তারা নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকেই করছে। কিন্তু কথায় বলে 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। কতিপয় স্বঘোষিত শিক্ষাহিতৈষী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে সেগুলোকে শিক্ষার্থী ধরার ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করছেন। শিক্ষাবিস্তার নয়, বরং মুনাফা অর্জনই তাঁদের কাছে মুখ্য বিষয়। যখন সেই মুনাফার ভাগ-বাঁটোয়ারা এবং কর্তৃত্ব নিয়ে তাঁরা কোন্দলে লিপ্ত হন, যা মারামারি ও মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়।

ইউজিসি এ বছর যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সতর্ক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তার মধ্যে বেশির ভাগেরই ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে বিরোধ রয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া দারুল ইহসানসহ বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষাদানের নামে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাখা খুলে বসেছিল। সরকার অননুমোদিত সেসব শাখা বন্ধ করলেও উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে পারেনি। আইনানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের পর সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখনো অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় চলছে ভাড়া বাড়িতে।

এ কথা সত্য যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না পেয়ে আগে অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে যেতে বাধ্য হতেন। এখন তাঁরা দেশেই পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন এবং বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সুনামও অর্জন করেছে। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার নামে অনাচার করছে এবং এই খাতের বদনাম করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

তবে একই বিজ্ঞপ্তিতে কুষ্টিয়ার রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকার কেরানীগঞ্জের রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। সরকার যখন ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমোদন দেওয়ার কথা বলছে, তখন যত দ্রুত